



অম্বুর সাওয়াব

- হাউযে কাউসারের সুখা
- অম্বু অবস্থায় থাকার বরকত
- অম্বুর দুনিয়াবী উপকারীতা ও হিকমত
- মুখমন্ডল ধৌত করার রহস্য
- অম্বুখানা বানানোর পদ্ধতি

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতেল ইলিয়া মজলিস
(দাওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অযুর সাওয়াব

আস্তারের দোয়া

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই “অযুর সাওয়াব” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার আমলনামা গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও।

اٰمِيْن يٰجَا وَالنَّبِيِّ الْاٰمِيْن عَلٰى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

হাউয়ে কাউসারের সূধা

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (একবার) কবরস্থানের দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন ইরশাদ করলেন: তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে মুমিন সম্প্রদায়ের পরিবার পরিজন! যদি আল্লাহ পাক চায় তবে আমরাও তোমাদের সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষমান, আমি পছন্দ করি যে,

আমি আমার ভাইদের দেখে নিতে। সাহাবায়ে কিরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আরয করলেন: **إيَّا راسُولِنا**! আমরা কি আপনার ভাই নই? ইরশাদ করলেন: তোমরা আমার সাহাবা আর আমার ভাই হলো ঐ লোকেরা, যারা এখনো জন্ম নেয়নি। সাহাবায়ে কিরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আরয করলেন: যারা এখনো জন্ম হয়নি, আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন? **হুযুর** **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: তোমাদের কি ধারণা যে, যদি কোন ব্যক্তির নিকট একটি কালো রঙের ঘোড়া থাকে এবং এর কালো কাঁধের মাঝে একটি চকচকে চিহ্ন থাকে, তবে কি সে নিজের ঘোড়াকে চিনতে পারবে না? আরয করলো: **إيَّا راسُولِنا** **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কেন নয়। ইরশাদ করলেন: যখন সে আমার হাউয়ের নিকট আসবে তখন সেই লোকদের অঙ্গ সমূহ অযুর কারণে ঝলমল করবে আর আমি হাউয়ে কাউসারে নিকট তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত থাকবো। (মুসলিম, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৮৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন এই বিষয়ে ভালভাবে অবগত যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে বৃদ্ধি করে পক্ষান্তরে ময়লা মানুষের সম্মান ও মহত্বকে কমিয়ে দেয়। দ্বীনে ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে

কুফর ও শিরককের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে সম্মান ও উন্নতি দান করেছে, তেমনিভাবে প্রকাশ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতারও শিক্ষা দিয়েছে। যাহোক, শরীরের পবিত্রতা হোক বা পোষাকে পরিচ্ছন্নতা, প্রতিটি জিনিসকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দ্বীন ইসলামে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আল্লাহ পাক ২য় পারার সূরা বাকারার ২২২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(২য় পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

অনুরূপভাবে অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায়ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর তিনটি বাণী পড়ি: (১) **الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ** অর্থাৎ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।

(তিরমিযী, ৫/৩০৮, হাদীস ৩৫৩০)

(২) নিশ্চয় ইসলাম পরিচ্ছন্ন পুতঃপবিত্র দ্বীন, তাই তোমরাও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো, কেননা জান্নাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারী থাকা লোকেরাই প্রবেশ করবে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম অংশ, ৫/১২৩, হাদীস ২৫৯৯৬)

(৩) যে জিনিস তোমরা পাও, তা দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো, আল্লাহ পাক ইসলামের ভিত্তি পরিচ্ছন্নতার উপরই রেখেছেন এবং জান্নাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারী লোকেরাই প্রবেশ করবে।

(জমউল জাওয়ামে, ৪/১১৫, হাদীস ১০৬২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, আমরা যেনো নিজেকে সকল প্রকার ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র ও পরিস্কার রাখার চেষ্টা করি, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে মানুষ অনেকাংশে শারীরিক রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থেকে ডাক্তারদের কাছে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে। নিজেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিজের স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার জন্য অযু অবস্থায় থাকা নিঃসন্দেহে একটি অনন্য আমল।

আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে অযুতে ধৌতকারী কয়েকটি অঙ্গকে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েরদার ৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

কানযুল ঈমান থেকে
অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ!
যখন তোমরা নামাযের জন্য
দাঁড়াতে চাও তখন নিজ
মুখমণ্ডল ধৌত করো এবং

اَلْكَعْبَيْنِ ۖ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاَطَهَّرُوْا

(৬ষ্ঠ পারা, সূরা মায়েরা, ৬)

কনুই পর্যন্ত হাতও; আর
মাথা মসেহ করো এবং
পায়ের গিঁঠ ধৌত করো।

অযু অবস্থায় থাকার বরকত

সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা শাহাদতের মর্যাদা লাভের
মাধ্যম:

নবী করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** হযরত সায়্যিদুনা আনাস
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: বৎস! যদি তুমি সর্বদা অযু
অবস্থায় থাকাতে অটলতা অর্জন করতে পারো, তবে তাই
করো, কেননা মালাকুল মউত (রুহ কবযকারী ফিরিশতা) যে
বান্দার রুহ অযু অবস্থায় কবয করে, তার জন্য শাহাদত লিখে
দেয়া হয়। (কানযুল উম্মাল, ৯ম অংশ, ৫/১৩০, হাদীস ২৬০৬১)

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত
মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** লিখেন: সর্বদা
অযু অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭০২)

অপর একটি স্থানে বলেন: সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা
ইসলামের বৈশিষ্ট্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭০২) অনেক আরেফীনরা
বলেন: যারা সর্বদা অযু অবস্থায় থাকে, আল্লাহ পাক তাকে
৭টি মর্যাদা দান করেন: (১) ফিরিশতারা তার সহচর্ষে

আকাজ্জ্বা হয়, (২) কলম তার নেকী লিখতে থাকে, (৩) তার অঙ্গ তাসবীহ পাঠ করে, (৪) তার তাকবীরে উলা ছুটে যায় না, (৫) যখন ঘুমায় আল্লাহ পাক কিছু ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন, যারা তাকে জিন ও মানুষের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করে, (৬) মৃত্যুকষ্ট তার জন্য সহজ হয়ে যায়, (৭) যতক্ষণ অযু অবস্থায় থাকবে, আল্লাহ পাকের আমানতে থাকবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭০২)

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু কিছু সূফীয়ানে কিরাম বলেন: পবিত্র পোষাকে থাকা, পবিত্র বিছানায় ঘুমানো, অযু অবস্থায় থাকা হলো অন্তরের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ১/৪৬৮)

হীনমন্যতার একটি প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস করুন, কেননা অযু অবস্থায় থাকতে যেমন অন্যান্য অসংখ্য উপকারীতা ও বরকত অর্জিত হয়ে থাকে, তেমনি হীনমন্যতা থেকে মুক্তি লাভ হয়। (হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?, ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ

ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** সকল মুসলমানকে “৭২টি নেক আমল” এর উপহার প্রদান করেছেন, যাতে আল্লাহ পাকের জন্য একনিষ্ঠতার সহিত আমলকারী নিঃসন্দেহে নেককার মুসলমান হতে পারবে। তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** তাঁর এই পুস্তিকায় দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকার উৎসাহ প্রদান করে নেক আমল নম্বর ৩৯ এ বলেন: “আজ কি আপনি দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় ছিলেন?”

প্রতিদিন পরকালিন চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে নেক আমলের এই পুস্তিকা পূরণ করে সকল ইসলামী ভাই মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন, তাছাড়া প্রতি মাসে নিয়মিত আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত শিখার জন্য কমপক্ষে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন, পোষাক ও শরীরের পাশাপাশি আচরণ ও চরিত্রও পুতঃপবিত্র হয়ে যাবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

কর লো নিয়ত খুব কৌশিশ করকে হাম আপনা আমল
মাদানী ইনআমাত পর হার দম বাড়াতে জায়েগে
কর লো নিয়ত সুন্নাতেঁ কি তারবিয়ত কে ওয়াসিতে
কাফেলোঁ মে হাম সফর করতে করাতে জায়েগে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অযুর ৬টি ফযীলত

(১) অযু গুনাহ ঝরানোর মাধ্যম:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: যখন বান্দা অযু করার সময় কুলি (Rinse mouth) করে তখন তার মুখ থেকে গুনাহ বের হয়ে যায়, যখন নাকে পানি দেয় তখন নাকের গুনাহ বের হয়ে যায়, অতঃপর যখন মুখমন্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমন্ডল থেকে গুনাহ ঝরে যায়, এমনকি তার চোখের পলকের (Eyelashes) নিচ থেকেও গুনাহ ঝরতে থাকে আর যখন সে উভয় হাত ধৌত করে তখন তার উভয় হাত থেকে গুনাহ ঝরতে থাকে এমনকি নখের নিচ থেকেও গুনাহ ঝরে যায়, অতঃপর যখন সে তার মাথা মাসেহ (Wipe) করে তখন তার মাথার গুনাহ ঝরে যায় এমনকি কানের গুনাহও ঝরে যায়, এরপর যখন তার পা ধৌত করে তখন তার পায়ের গুনাহ ঝরে যায়, এমনকি পায়ের নখের গুনাহও ঝরে যায়, অতঃপর তার মসজিদের দিকে যাওয়া এবং নামায পড়া আরো বেশি ইবাদত।

(নাসায়ী, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৩)

(২) কিয়ামতের দিন অযুকারীর কপাল ঝলমল করবে:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যখন আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে তখন অযুর কারণে

তাদের কপাল (Foreheads) এবং পা বলমল করবে, অতএব তোমাদের মধ্যে যে নিজের উজ্জলতায় বৃদ্ধি করার সামর্থ্য রাখে তার উচিত যে, এতে বৃদ্ধি করা। (বুখারী, ১/১৩৬)

(৩) কষ্টের সময় পরিপূর্ণ অযু করাও মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়:

রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: আমি তোমাদেরকে এমন আমলের প্রতি নির্দেশনা দিবো না, যার কারণে আল্লাহ পাক গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন? সাহাবায়ে কিরাম **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! কেন নয়, অবশ্যই। ইরশাদ করলেন: কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে অযু করা এবং মসজিদের দিকে অধিকহারে যাওয়া আর এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা, ব্যস এগুলোই গুনাহ থেকে নিরাপত্তার কেলা স্বরূপ। (মুসলিম, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৮৭)

(৪) অযু থাকাবস্থায় অযু করা দশটি নেকী অর্জনের মাধ্যম:

আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অযু থাকার পরও অযু করবে, তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, ১/৫৬, হাদীস ৬২)

(৫) অযু করে দু'রাকাত নামায পড়া জান্নাত ওয়াজিবকারী আমল:

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে এবং দুই রাকাত নামায একাধিচিঙে আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(মুসলিম, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৩)

(৬) অযু সহকারে ঘুমানো ব্যক্তি আশা পূরণ হওয়ার সুসংবাদ:

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অযু সহকারে আল্লাহ পাকের যিকির করে নিজের বিছানার দিকে আসে, এমনকি তার উপর তন্দ্রাচ্ছন্নভাব (Drowsiness) এসে যায়, তবে সে রাতের যে অংশেই আল্লাহ পাকের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ পাক তাকে কল্যাণ দান করবে।

(তিরমিযী, ৫/৩১১, হাদীস ৩৫৩৭)

অযুর দুনিয়াবী উপকারীতা ও হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৌভাগ্যবান মুসলমানরা নিয়মিত নামায আদায়কারী হয়ে থাকে, নামাযের পূর্বে করা অযু তার মাঝে আখিরাতের সাওয়াবের ভান্ডার রাখার পাশাপাশি দুনিয়াবী অনেক উপকারীতাও অর্জনের মাধ্যম, আপনারা কি কখনো এই ব্যাপারে ভেবেছেন যে, অযুর গুরু

হাত ধৌত করা দ্বারা কেন করা হয়? চলুন! আমি জানাচ্ছি: আমরা সারা দিনে আমাদের হাত দ্বারা বিভিন্ন কাজ করে থাকি, যার ফলে আমাদের হাতে অসংখ্য জীবাণু লেগে যায়, যদি আমরা হাত পরিস্কার না রাখি, তবে এই জীবাণু আমাদের পাকস্থলিতে চলে যেতে পারে। অযু করার সময় নিয়ত করা এবং বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করার পর সর্বপ্রথম উভয় হাতকে কজ্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করা হয়, সূন্নাতে'র উপর আমল করার নিয়তের পাশাপাশি এর উপর আমল করার বরকতে আমাদের সূন্নাতে'র উপর আমল করার সাওয়াব অর্জিত হয় এবং অসংখ্য রোগ ও জীবাণু থেকেও নিরাপদ থাকি।

হাত ধৌত করার রহস্য

(ডাক্তারদের মত হলো) বিভিন্ন জিনিসে হাত লাগার (Touch) কারণে হাতে বিভিন্ন রাসায়নিক অনুকণা ও জীবাণু লেগে যায়, যদি সারাদিন ধৌত করা না হয় তবে খুব তাড়াতাড়ি হাত এই চর্মরোগের আক্রান্ত হতে পারে, যেমন; হাতের ঘামাছি, চামড়া ফোলা, একজিমা, চর্মরোগ (ঐ জীবাণু যা কোন জিনিসের উপর ময়লার মতো জমে যায়), চামড়ার রং (Skin color) পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যখন আমরা হাত ধুয়ে নিই তখন আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কিরণ

(Raye) বের হয়ে এমন এক বৃত্ত সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা সচল (Active) হয়ে যায় এবং হাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে যায় আর হাত ঐসকল জিনিস থেকে হওয়া সংক্রমণ (Infection) থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। (নামাযের আহকাম, অযু ও বিজ্ঞান অধ্যায়, ৬২ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াক শরীফের ১২টি বরকত

মিসওয়াক শরীফও অযুর অন্যতম একটি সুন্নাত, যা অসংখ্য রহস্যে পরিপূর্ণ আর এতে অসংখ্য ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা রয়েছে। হযরত আল্লামা সায়্যিদ আহমদ তাহতাজী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ☆ মিসওয়াক শরীফকে আবশ্যিক করে নাও, এর থেকে উদাসীন হয়ো না। তা সর্বদা করতে থাকো, কেননা এতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, ☆ সর্বদা মিসওয়াক করাতে রোজগারে সহজতা এবং বরকত হয়ে থাকে, ☆ মাথাব্যথা দূর করে, ☆ কফ দূর করে, ☆ দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে, ☆ পাকস্থলী ঠিক থাকে, ☆ স্মরণশক্তি মজবুত করে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করে, ☆ নেকী বৃদ্ধি পায়, ☆ ফিরিশতারা খুশি হয়, ☆ বার্ধাক্য দেরীতে আসে, ☆ পেটকে শক্তিশালী করে, ☆ মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ এবং কলেমায়ে শাহাদাত স্মরণ করিয়ে দেয়।

(হাশিয়াতুত তাহতাজী, ৬৯ পৃষ্ঠা) (মিসওয়াক শরীফের ফযীলত, ২১ পৃষ্ঠা)

বিজ্ঞানেরা তো মিসওয়াকের অসংখ্য ফযীলত ও উপকারীতা তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মিসওয়াক নিয়ে গবেষণা করে এব্যাপারে এমন এমন রহস্য উন্মোচন করেছে যে, শুনে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মিসওয়াকের ঔষধী গুণাগুণ

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ কোম্পানির গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের মধ্যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ধ্বংস করার ক্ষমতা অন্যান্য যেকোন পদ্ধতির তুলনায় ২০ ভাগ বেশি রয়েছে। ★ সুইডেনের বিজ্ঞানীদের এক গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের আঁশ ব্যাকটেরিয়াকে স্পর্শ না করেই সরাসরি (Direct) ধ্বংস করে দেয় এবং দাঁতকে অনেক রোগ থেকে বাঁচায়। ★ ইউ এস ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন এর প্রকাশিত গবেষণায় এটা বলা হয়েছে যে, যদি মিসওয়াক সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে তা দাঁত ও মুখকে পরিস্কার করে এমনকি তা মাঁড়ির সুস্থতার জন্য অনন্য মাধ্যম। ★ এক গবেষণা অনুযায়ী, যেসব লোক মিসওয়াকে অভ্যস্ত তাদের মাঁড়ি থেকে রক্ত বের হওয়ার অভিযোগ অনেক কম হয়ে থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুখ আমাদের শরীরের একটি অংশ, এর মাধ্যমে আমরা খাবার, পানীয় ও কিছু খেয়ে থাকি, এই মুখ দ্বারাই কোরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করি, নাত ও মানকাবাত পাঠ করি। **الْحَمْدُ لِلَّهِ** অযু করার সময় কুলি ও গড়গড়া করার বরকতে মুখ পবিত্র ও পরিস্কার থাকে এবং অনেক রোগ বালাই থেকেও নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

কুলি ও গড়গড়া করার রহস্য

বাতাসের মাধ্যমে অসংখ্য মারাত্মক জীবাণু এবং খাদ্যের অনুকণা মুখ ও দাঁতের লালার সাথে লেগে থাকে। যদি অযুতে মিসওয়াক ও কুলির মাধ্যমে ভালভাবে মুখ পরিস্কার করা না হয়, তবে মারাত্মক রোগ বালাই সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোযা না হলে কুলির পাশাপাশি গড়গড়া করাও সুন্নাত এবং নিয়মিতভাবে গড়গড়াকারী টনসিল (Tonsil) বৃদ্ধি, টনসিলের ইনফেকশন এবং গলার অসংখ্য রোগ এমনকি গলার ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।

নাকে পানি দেয়ার রহস্য

অযু করার সময় নাকে পানি দেয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের হিসেবে খুবই উপকারী এবং এই আমল অসংখ্য রোগ থেকে নিরাপদ রাখে। স্থায়ী সর্দি এবং ঠাণ্ডাজ্বরের রোগীদের জন্য

নাক ধৌত করা (অর্থাৎ অযুর ন্যায় নাকে পানি দেয়া) খুবই উপকারী এবং বিশেষজ্ঞ “হাইড্রোপেথী” অর্থাৎ পানি দ্বারা চিকিৎসায় অভিজ্ঞদের মতে, পানি দেয়াতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত লোকেরা তাদের চেহারাকে সৌন্দর্য ও সতেজতা বৃদ্ধি করতে এবং ব্রণ থেকে মুক্তির জন্য চেহারায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে এবং দামী দামী ক্রীম ব্যবহার করে, যাতে চেহারায় কৃত্রিম উজ্জলতা এসে যায়। মনে রাখবেন! এধরনের কৌশল অবলম্বন এবং দামী ক্রীম লাগানোর পর চেহারা সাময়িকভাবে তো উজ্জল হয়ে যায় কিন্তু পরবর্তিতে এর কারণে চেহারায় বলিরেখা, দানা, ব্রণ এবং আশ্চর্য ধরনের দাগ হয়ে যায়, যা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে এবং এর কারণে চেহারা সুন্দর হওয়ার পরিবর্তে খুবই কৃৎসিত হয়ে যায়। চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে আর তা সতেজ করতে অযু হলো একটি অনন্য উপায়, কেননা অযুতে তিনবার চেহারা ধৌত করা হয়, যার কারণে শুধু চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না বরং এর বরকতে আরো অসংখ্য ঔষধী উপকারীও অর্জিত হয়ে থাকে।

মুখমন্ডল ধৌত করার রহস্য

অযুতে মুখমন্ডলে তিনবার হাত বুলানোতে শুধু মস্তিষ্ক প্রশান্ত হয়না বরং মুখমন্ডলের পেশীতে উজ্জলতা এবং চামড়ায় কোমলতা ও সূক্ষতা সৃষ্টি হয়ে যায়। ময়লা ও ধূলাবালি পরিষ্কার হয়ে চেহারা উজ্জল ও আকর্ষণীয় এবং লাভণ্যময় হয়ে যায়। চোখের পেশীকে শক্তিশালী করে এবং চোখ আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়ে যায়। এক ইউরোপিয়ান ডাক্তার প্রবন্ধ লিখেছে, যার নাম হলো “আই ওয়াটার হেলথ (Eye Water Health)” এতে তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, “নিজের চোখকে প্রতিদিন বারবার ধৌত করতে থাকুন, অন্যথায় মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত

রাহৌ বাওয় মে সদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

অযু ও হাই ব্লাডপ্রেসার

একজন হার্ট স্পেশালিষ্টের খুবই দৃঢ়তার সহিত বর্ণনা হলো: হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগীকে অযু করান অতঃপর তার ব্লাডপ্রেসার চেক করান, অবশ্যই কম হবে। একজন মুসলমান মানসিক বিশেষজ্ঞের বর্ণনা হলো: “মানসিক রোগী অন্যতম চিকিৎসা হলো অযু (Ablution)” পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা

মানসিক রোগীদের অযুর ন্যায় প্রতিদিন কয়েকবার শরীরে পানি ঢেলে দেন। (নামাযের আহকাম, অযু ও বিজ্ঞান অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)

অযু ও প্যারালাইসিস

অযুতে যে ধারাবাহিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়, তাও রহস্য শূন্য নয়। প্রথমে উভয় হাতে পানি ঢালাতে শরীরে শিরার কার্যক্রম সচল হয়ে উঠে, অতঃপর ধীরে ধীরে চেহারা ও মস্তিষ্কের রগগুলোর দিকে এর প্রভাব পৌঁছতে থাকে। অযুতে প্রথমে হাত ধোয়া তারপর কুলি করা অতঃপর নাকে পানি দেয়া এরপর মুখমন্ডল ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ধারাবাহিকতা প্যারালাইসিস রোগ প্রতিরোধের জন্য উপকারী। যদি মুখমন্ডল ধৌত করা ও মাথা মাসেহ করা দ্বারা শুরু করা হতো তবে শরীর অনেক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। (নামাযের আহকাম, অযু ও বিজ্ঞান অধ্যায়, ৫৬ পৃষ্ঠা)

ঘরে অযুখানা বানান

বর্তমানে বেসিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অযু করার প্রচলন দেখা যায়, যা মুস্তাহাবের পরিপন্থী। আফসোস! আজকাল মানুষ সুযোগ সুবিধায় ভরা বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণ করে কিন্তু এতে অযুখানা তৈরী করেনা! সুল্লাতের প্রতি আন্তরিক এমন ইসলামী ভাইদের প্রতি আমার মাদানী আবেদন যে,

সম্ভব হলে বাড়িতে কমপক্ষে একটি নল বিশিষ্ট অযুখানা তৈরী করে নিন। এতে এই সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করবেন যে, নল এমনভাবে লাগান যেনো পানির ধারা একেবারে সোজা মেঝেতে পড়ার পরিবর্তে ঢালু জায়গায় গিয়ে পড়ে, অন্যথায় দাঁত দিয়ে রক্ত ইত্যাদি বের হওয়া অবস্থায় কাপড় বা শরীরে ছিটা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে, যদি আপনি সতর্কতা পূর্ণ অযুখানা বানাতে চান, তবে এই পুস্তিকার শেষে প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণ অনুসরণ করতে পারেন। ওয়াটার ক্লজেট তথা W.C এ পানি দ্বারা ইস্তিজ্জা করার সময়ও সাধারণত পায়ের গোড়ালীর দিকে পানির ছিটা এসে থাকে, তাই শৌচকর্মের পর সাবধানতা বশত উভয় পায়ের এই অংশ ধৌত করে নিন।

অযুখানা বানানোর পদ্ধতি

একটি নলের পারিবারিক অযুখানার দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ৪২ ইঞ্চি এবং প্রস্থ হবে পৌন ৪৯ ইঞ্চি, উচ্চতা মেঝে থেকে পৌন ১৪ ইঞ্চি, এর উপর আরো সাড়ে ৭ ইঞ্চি উপরে বসার স্থান (Seat) যার প্রস্থ সাড়ে বত্রিশ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য এক সিড়ি থেকে অন্য সিড়ি পর্যন্ত অর্থাৎ সিড়ির ধাপের ন্যায় একটি বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি এবং সম্মুখস্থ দেয়ালের মাঝখানে

ব্যবধান থাকবে ২৫ ইঞ্চি, সামনের দিকে এমনিভাবে ঢালু (Slope) করতে হবে যাতে নালা সাড়ে ৭ ইঞ্চির বেশি না হয়, পা রাখার স্থান পায়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য বেশি যেমন; সর্বোচ্চ সাড়ে ১১ ইঞ্চি হবে এবং এই পুরো জায়গাটির সম্মুখস্থ সাড়ে ৪ ইঞ্চি রুক্ষ (Zigzag) থাকবে যাতে পা ঘষতে পারে (বিশেষ করে শীতের সময়)। L বা U সাইজের একটি বক্র নল মেঝে হতে ৩২ ইঞ্চি উপরে স্থাপন করুন, এতে পানির ধারা ঢালুর (Slope) দিকে পড়বে এবং আপনার জন্য দাঁতের রক্ত ইত্যাদি অপবিত্রতা থেকে বাঁচা সহজ হবে। প্রয়োজনে সংস্কার করে মসজিদেও অনুরূপ অযুখানা তৈরী করা যেতে পারে। **বিপ্লবঃ-** যদি টাইলস লাগাতে হয়, তবে কম পক্ষে ঢালু জায়গায় সাদা রঙের লাগান, যাতে মিসওয়াক করাতে যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে খুথু ইত্যাদি দেখা যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বিপ্লবঃ- আরো বিস্তারিত জানতে আমীরে আহলে সুন্নাতের “অযুর পদ্ধতি” পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন।

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রাষ্টিক্যাল অযুর পদ্ধতি দেখার জন্য এই লিঙ্কটি গুগলে লিখে চার্চ করুন।

<https://www.dawateislami.net/medialibrary/1893>

শীতের মধ্যে অগ্নু করার ঘটনা

হযরত সাযিদুনা ওসমান গণি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁর গোলাম হুমরানের কাছে অগ্নু জন্য পানি চাইলেন এবং শীতের রাতে বাইরে যাবার জন্য চাইলেন। হুমরান বললেন: আমি পানি নিয়ে এসেছি, তিনি যখন হাত মুখ ধৌত করলেন, তখন আমি আরম্ভ করলাম: আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে নিরাপদে রাখুক। আজকের রাতে অনেক ঠান্ডা, এতে তিনি বললেন: আমি আল্লাহ পাকের রাসূল, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছ থেকে শুনেছি: “যে বান্দা পরিপূর্ণ অগ্নু করে আল্লাহ পাক তার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।”

(মুসনাসে বযযার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২২।

বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা



হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরাসে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আব্দরকিদ্দা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও ফিক্স ল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৮

E-mail: bfmaktabatulmadina26@gmail.com, bdतरajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net